যুগান্তর

তারিখ 30 JAN 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বইমেলার অব্যবস্থাপনা দূর হোক

অমর একুশে বইমেলার প্রতি দেশবাসীর আগ্রহ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে আয়োজক সংস্থা বাংলা একাডেমি এ মেলার সার্বিক ব্যবস্থাপনাকে ত্রুটিমুক্ত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বললেও মেলার ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রতি বছরই অনেক প্রশ্ন ওঠে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন এদেশবাসীর মননে কী ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে তা প্রতি বছর ফেব্রুয়ারিতে বিশেষভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে। একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বইপ্রেমীরা একুশে বইমেলায় ভিড় করবে, এটা এক নিয়মে পরিণত হয়েছে। মানুষের এ আবেগকে বাংলা একাডেমি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করবে, এটা প্রত্যাশিত হলেও বাস্তবে দেখা যায়, মেলায় প্রবেশের আগেই নানারকম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর মেলায় প্রবেশ করে অনেকেই বই দেখা বা কেনার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এই অব্যবস্থাপনা দূর হলে মেলায় বইপ্রেমীদের ভিড় আরও বাড়বে। অনেকে সপরিবারে মেলায় আসার পরিকল্পনা করেও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার ত্রুটির কথা শুনে মেলায় আসার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

স্টলগুলোর সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে

লেখক-পাঠক-প্রকাশক তথা সংস্কৃতিমনা মানুষের মিলনমেলা অমর একুশে বইমেলার পরিসর বাড়ানো নিয়ে কয়েক বছর ধরেই আলোচনা চলে আসছে। এবার বইমেলার পরিসর বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট সবার মনে এক ধরনের স্বস্তি বিরাজ করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বইমেলা পরিসর বৃদ্ধিতে বাড়তি কিছু সমস্যারও সৃষ্টি হবে, যার সমাধানে কর্তৃপক্ষকে প্রস্তুত থাকতে হবে। সাধারণত বইমেলা শুরুর কয়েক মাস আগে থেকেই কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিষয়ে প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। তারপরও কর্তৃপক্ষের সেবার মান নিয়ে স্টলমালিক ও মেলায় আগত মানুষ নানা প্রশ্ন তুলে থাকে। এবার মেলার পরিসর সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত বিস্তৃত করার সিদ্ধান্তটি যে সময়ে চূড়ান্ত হয়েছে, এরপর অল্প সময়ে সব কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না, এটা মেনে নিয়েই মানুষ বইমেলায় আসবে। কিন্তু তারপরও বইপ্রেমীরা মেলায় এসে যাতে কোনোরকম বিব্রতকর পরিস্থিতির শিকার না হয় সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। বিশেষ করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নির্মিত স্টলগুলোর নিরাপত্তা যাতে কোনো কারণে বিঘ্নিত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। গত বছর একুশে বইমেলায় অগ্নিকাণ্ডে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সে বিষয়টি বিবেচনায় রেখে স্টলগুলোর সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

বইমেলার পরিবেশ রক্ষায় অংশগ্রহণকারী সব স্টলমালিকের বিশেষ ভূমিকা রাখার কথা থাকলেও কোনো কোনো স্টলমালিকের নীতিমালা না মানার যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তা অত্যন্ত দুঃখজনক। কোনো স্টলমালিক নীতিমালা ভঙ্গ করলে তার বিরুদ্ধে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

মেলা প্রাঙ্গণের চারপাশে বিশেষত ফুটপাত হকারদের দৌরাত্ম্যে মেলার ভাবগাম্ভীর্য বিনষ্ট হয়। এদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ কঠোর না হলে অনেক বইপ্রেমী মেলায় বারবার আসার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। মেলার আশপাশে গাড়ি পার্কিংয়ের সুব্যবস্থা থাকলে বইপ্রেমীদের ভিড় বাড়তেই থাকবে। মেলা চলাকালীন মেলার চারপাশে যাতে যানজটের সৃষ্টি না হয় সেদিকেও কর্তৃপক্ষের সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। একুশে বইমেলা দেশবাসীর মননে যে স্থায়ী আবেদন সৃষ্টি করেছে, এর ধারাবাহিকতা রক্ষায় বইমেলার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ত্রুটি দূর করতে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।